প্রথম আলো

শি ক্ষা নী তি

শিক্ষা দিবস ও আজকের বাস্তবতা

অধ্যাপক এম এ বারী

শিক্ষা দিবসের আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬২ সালে জাতীয় শিক্ষা (এস এম শরীফ) কমিশনের বিরুদ্ধে। এস এম শরীফ পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। ১৯৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান কমিশনের উদ্বোধন করেন। এর আগে অবশ্য 'পূর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন' (মাওলানা আকরাম খান) ১৯৪৯ 'পূর্ববঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা উপদেষ্টা (আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী) রিপোর্ট'—১৯৫৬ নামে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়েছিল। শরীফ কমিশনের রিপোর্ট ১৯৬০ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষ থেকে সুপারিশমালা বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক নিয়ে কোনো সমস্যা না হলেও উচ্চশিক্ষার সুপারিশমালায় স্নাতক শ্রেণীতে দুই বছরের পরিবর্তে তিন বছরের কোর্স চালু করায় ছাত্রসমাজ এর তীব্র প্রতিবাদ করে। প্রায় একই সময় ১৯৬১ সালের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তানে এবং ১৯৬২ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে সরকার কর্তৃক 'বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স' ঘোষণা করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এর প্রতিবাদ করেন। ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতিবাদের মুখে সরকার কিছু দফা ছাড় দিয়ে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স পুনরায় দুই বছরের ঘোষণা দিলেও ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলন প্রশমিত করা সম্ভব হয়নি। সরকার কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর অল পার্টি স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি হরতালের ডাক দেয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নিহত হয় বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ, মোস্তফা ও নাম না-জানা অনেকে। তাদের স্মৃতিতে প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

ছাত্র-আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৪ সালের ১০-১১ ডিসেম্বর পেশোয়ারে ক্যাম্পাসে ছাত্র-পুলিশ বাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এমনি অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মূলতানে 'ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কীয়' একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জাস্টিস হামুদুর রহমান এ কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

ছাত্র-আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'মৌলিক গণতন্ত্রের' নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতাকে আইনসম্মত করার যখন প্রচেষ্টা চালান, তখন সম্মিলিত বিরোধী দল ফাতেমা জিন্নাহকে তাদের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করান। আইয়ুব খান ভোট জালিয়াতি ও কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করলেও ছাত্র-জনতার ক্রোধ ফুঁসে উঠতে থাকে। এমন সময় ১৯৬৬ সালে জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু লাহোরে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসংবলিত ঐতিহাসিক ছয়দফা পেশ করেন। এমন অবস্থায় ছাত্ররা হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালা বাতিলের ঘোষণা দেয় এবং পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং শরীফ কমিশনের বিরুদ্ধে 'শিক্ষা দিবস' ছাত্র-আন্দোলন ও হামুদুর রহমান কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দুই আঙ্গিকে গঠিত হয়েছিল।

দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের জন্য চলমান ও সর্বজনীন শিক্ষানীতি আজও তৈরি হয়নি। শিক্ষানীতি তৈরি হয়; সরকার পরিবর্তনে তা পরিত্যক্ত হয়। যুগোপযোগী মানবসম্পদ তৈরির জন্য একটি শিক্ষানীতি জাতির জন্য বড়ই প্রয়োজন।

বর্তমান সরকার মাধ্যমিক পর্যায় একমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের নামে ৫০০ কোটি টাকা অপচয় করেছে। সুশীল সমাজের চাপ ও জাতীয় প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলনের মুখে সরকার ২০০৭ সাল পর্যন্ত তা স্থগিত করেছে। একমুখীর পরিবর্তে উন্নত দেশের ন্যায় নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত একই ধারার শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা দরকার, চিন্তায় ও মননে একই শ্রেণীর যুবশক্তি তৈরির জন্য।

দেশে সাধারণ শিক্ষার সমান্তরালভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু আছে। ফলে ভিন্ন জ্ঞানে এবং ভিন্ন চিন্তার যুব শ্রেণী তৈরি হচ্ছে। ভারতের মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যাপক সংস্করণ করা হয়েছে এবং যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ভিন্ন দেশে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে মাধ্যমিক শ্রেণীতে মোট ছাত্রসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। সরকার ইতিমধ্যে মাদ্রাসার শিক্ষার সনদকে সাধারণ শিক্ষার সনদের সমমান ঘোষণা দিয়েছে। মাদ্রাসায় বর্তমান পাঠ্যসূচি রেখে এ ঘোষণায় সুফল আনবে না। ব্যাপক পরিবর্তন করে পাঠ্যসূচিকে যুগোপযোগী করার জন্য বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

অধ্যাপক এম এ বারী: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।